EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনসুলার সেকশন প্রধান জেমি ফাউসে -এর বক্তব্য এমচেম

ঢাকা, ১৭ ই এপ্রিল, ২০১২

জনাব আফতাবুল ইসলাম, সভাপতি আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স এমচেমের নির্বাহী পরিচালক জনাব গফুর, এমচেমের সন্মানিত সদস্য বর্গ এবং অতিথি বৃন্দ ভদ্র মহিলা এবং মহোদয়গন এসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ বিকাল।

আজ আমি আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে অত্যান্ত আনন্দিত হয়েছি এবং এই সুবাদে আপনাদের কে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।বাংলা নববর্ষের শুরুতে অনুষ্ঠিত এমচেমের এই প্রথম সভায় আপনাদের কিছু বলতে পারছি বলে নিজেকে বিশেষ ভাবে সন্মানিত বোধ করছি। আমি প্রায় ছয় মাস হল বাংলাদেশে এসেছি এবং আমি সত্যি সত্যি আপনাদের এই গতিময় ও চমৎকার দেশটি সম্পর্কে জানা আগ্রহ ভরে উপভোগ করছি। বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ । আপনারা উন্নতকৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশের গর্বিত জাতি তবে সবার উপরে আপনাদের আছে উষ্ণ,আতিথেয়তা পরায়ন ও অত্যন্ত মেধাবী জনগোষ্টি. আমি আপনাদের কর্ম চাঞ্চল্য ভরপুর, ঐকান্তিকতা সম্পন্ন ও উদ্যোগী কিছু লোকের সাথে পরিচিত হয়ে অভিভূত হয়েছি । একই সাথে দেখেছি তাদের পরিবারের প্রতি ভালবাসা, তাদের সন্তানদের কে সুশিক্ষিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নততর জীবন নিশ্চিত করায় নিবেদিতপ্রাণ । আপনারা সবাই জানেন যে এমব্যাসেডর মজেনা প্রায়ই বলেন"পরবর্তী এশিয়ার টাইগার হবে একজন বেঙ্গল টাইগার"। গত নয় বছর এশিয়ায় কাজ করে আমিও মনে প্রাণে একই মত পোষণ করি ।

রেদিমেদ পোষাক প্রস্তুত, আই টি,ঔষধ, সিল্ক উৎপাদন,জাহাজ নির্মান এবং এ রকম আরও অনেক শিল্পের উত্তোরত্তর অমিত সম্ভাবনার এক দেশ হল বাংলাদেশ । বিধিন্ন চেলেঞ্জ সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত সম্পসারিত হচ্ছে এবং উল্লেখ যোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । একজন পরীক্ষিত দীর্ঘ দিনের সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এই অগ্রগতি তে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সর্বোচ্চ একক রপ্তানি বাজার এবং তৃতীয় সর্ব বৃহত বৈদেশিক আয়ের উৎস। একই ভাবে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নেতৃস্থানীয় দেশ এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়ক অতি প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি করছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ কে নির্মান যন্ত্রপাতি,ইঞ্জিন ,জেনারেটর, টারবাইন,পাইপ লাইন, বিমান,ড্রেজ সামগ্রী, তাঁত,বীজ,কীটনাশক ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর পাশাপাশি উন্নতর প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করছে । এগুলো বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জালানি স্বল্পতা হ্রাস ,অবকাঠামো নির্মান, শিক্ষা ব্যবস্থা,স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির পরিমান প্রায় দিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বমোট দিপাক্ষিক বানিজ্যের পরিমান ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের দুই দেশের অর্থনীতিক সম্পর্ক লক্ষ কোটি বাংলাদেশী ও মার্কিনিদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি তে অবদান রাখছে। যা দুদেশের মানুষের ভবিষতের স্বপ্ন পূরনে অত্যাবশশক । বানিজ্য সহজীকরণ যুক্তরাষ্টের মিশন ও আমাদের এম্বাস্সী র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বানিজ্য সহজীকরণ এর জন্য প্রয়োজন ভ্রমন সহজীকরণ। আর এইখানে আমার কাজ বাংলাদেশে বসবাসকরি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান এর সাথে সাথে বাংলাদেশী নাগরিক দের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমনে সাহায্য করার দায়িত্ব হলো আমার। গত বছর ১২ হাজার এর ও বেশি নাগরিক অভিবাসী ভিসা র জন্য আবেদন করেছে । এর মধ্যে অনেকে যেমন পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাত, ছুটি কাটান কিনবা পড়াশুনার জন্য ভ্রমন করেছেন তেমন অনেকে গেছেন ব্যবসার প্রয়োজনে। গ্রাহক

কিংবা সরবরাহকারী দের সাথে সাক্ষাত, পণ্য সরঞ্জামাদি পরিদর্শন ,উন্নততর প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত পেশা,ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তর এবং সহজ ভাষায় ব্যবসা সুযোগ সন্ধান এগুলো সবই যুক্তরাষ্ট্র- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের উল্লেখ যোগ্য ক্রীড়নক।

আমাকে বলা হয়েছে যে পহেলা বৈশাখ এর উদযাপনের উৎপত্তি বানিজ্য সংশ্লিষ্ট এক ছুটির দিন থেকে অর্থাত ঐতিহ্যগত ভাবে এটি একজন ব্যবসায়ী ও তার গ্রাহক এর নতুন বছর এর হাল খাতা খোলার দিন। সেই কারণে আমার মনে হয় কনসুলার সেকশন এর সাথে এমচেমের সম্পর্ক স্থাপনের এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হওয়ার ঘোষণা প্রদানের এটি একটি প্রকৃষ্ঠ সময়। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা "বিজনেস ভিসা প্রোগ্রাম" চালু করতে যাচ্ছি। যা ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া কে স্বচ্ছ করে এম্ চেম এর সহ যোগী ববসায়ী দের ভ্রমন সাচ্ছন্দ করবে। এমচেমের বোর্ড এর সহযোগিতায়ে আমরা এমচেমের কতিপয় সদস্য সংস্থা কে এই কার্যক্রম এর পাইলট ফেইজ এ অংশগ্রহন এর জন্য মনোনীত করেছি। অংশগ্রহণ কারীদের বিশেষ ভাবে নির্ধারিত সময় এ সাক্ষাতকার নেয়া হবে। কনসুলার সেকশন দুই কার্য দিবসের মধ্যে অংশ গ্রহণ কারী সংস্থার ব্যবসাই ভ্রমনকারী দের সাক্ষাতকার গ্রহনের নিশ্চয়তা দেবে। তবে লক্ষনীয় যে এটি দ্রুততর সময় এ সাক্ষাৎকার গ্রহনের একটি ব্যবস্থা মাত্র । এটি ভিসা প্রদানের নিশ্চয়তা দিবে না । যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের সকল নিয়ম নীতি যথাযত ভাবে অনুসরণ করা হবে। আমরা আশা করি এই কার্যক্রম চলমান পদ্ধতিকে সরলীকরণ করে, ভিসা সংগ্রহে কম সময় ও ব্যবসাইক কাজে অধিক মন নিবেশ করার সুযোগ করে দেবে। পাইলট ফেজের সুফল লাভের পর এই কার্যক্রম কে ভবিষতে আরও বিস্তৃত করা হবে। যারা আজ এখানে আছেন এবং যে যে সংস্থার হয়েই কাজ করেন না কেন আপনারা সকলে খুব ভালো কাজ করছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অর্থনতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশা পাশি দুই দেশের জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখছেন । আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধু আপনাদের কে আরও উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

আমি এম্ চেম কে ধন্য বাদ জানাই, বিশেষ করে এর সভাপতি জনাব আফতাবউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক জনাব গফুর ও নির্বাহী কমিটি কে । এই কার্যক্রম কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াএ তারা যে সময় ও শ্রম দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আজ আমাকে এখানে কিছু বলতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে তাদের কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সাথে কাজ করতে পারার সুযোগ আমার জন্যে এক বিশেষ পাওয়া এবং কামনা করি আগামী তে আমাদের এই সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে। আপনাদের সবাই কে আবারও ধন্যবাদ।

==========

* বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০১২